দৈনিক বাংলা

তারিখ ..২৩।৮।৮৮
পৃষ্ঠা... ১ ... কলাম... ১ ...

016

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

শিক্ষা খাতে ব্যয় কুড়ি শতাংশে বৃদ্ধির প্রস্তাব

।।হাসান হাফিজ।।

শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের ব্যয়ের পরিমাণ আমাদের প্রতিবেশী দেশ বা আমাদের মত অবস্থার যে কোন দেশ থেকে অনেক কম। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় জাতীয় ব্যয়ের ১০ শতাংশ। আগামী দুই হাজার সাল নাগাদ তা পর্যায়ক্রমে ২০ শতাংশে উন্নীত করার জন্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়: ব্যয় বাড়ানোর কাজটি দুরূহ। অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব সত্ত্বেও এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পন্থা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

উপায় হিসাবে কমিশন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিক থেকে

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

শিক্ষাখাতে ব্যয়

(১ম পৃঃ পর)

অধিকতর হারে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধিকরণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর কথা বলেছে। তাছাড়া নির্মিত দালান-কোঠা এবং সংগৃহীত আসবাবপত্র, শিক্ষা সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হলে এগুলি বারবার সংগ্রহ করতে হবে না। এতে ব্যয় সংকুচিত হবে।

কমিশন রিপোর্টে বলা হয়: আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টি না করে বরং বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত বেকার তৈরি করছে। তাই এখন কলা বা মানবিক শাখায় বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে পেশাভিত্তিক, বৃত্তিমূলক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষার ওপর বেশী জোর দিতে হবে। প্রয়োজনীয় দক্ষ ও উদ্যোগী জনশক্তি উৎপন্ন করতে হবে দ্রুততর হারে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে কমিশন বলেছে, জাতীয় ব্যয় ২০ শতাংশ বাড়ানোর পর বন্টন এরকম হতে পারে: প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ৬০ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ শিক্ষার জন্যে শতকরা ২৫ ভাগ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার জন্যে অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ।

কমিশন রিপোর্টে বলা হয়: দু'হাজার সালের মধ্যে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সার্বজনীন করতে হলে বর্তমানে এই স্তরে অধ্যয়নরত প্রায় ১০৯ লাখ শিক্ষার্থীর বদলে প্রায় ৩২২ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা বাকী বছরগুলির মধ্যে করতে হবে। অর্থাৎ এই স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে শতকরা প্রায় দুশ ভাগ। এটা করতে পারলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি তা সুনিশ্চিতভাবেই দেশের উৎপাদন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারও বাড়িয়ে সম্পদ সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রস্তাবিত ব্যয় বৃদ্ধির অর্থ গতানুগতিক উপায়ে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অর্থসংগ্রহের সম্ভাব্য কতগুলি পদ্ধতির কথা কমিশন তাদের সুপারিশমালায় উল্লেখ করেছে। এগুলি হল: বিশেষ পন্থায় দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়ে এবং অপচয়ের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার জন্যে অর্থসংস্থান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে অর্থসংস্থানের বিষয়টি বিকেন্দ্রিক ও স্থানীয় করলে জটিলতা কমবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা উপকরণ পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘর, ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরী, আসবাব সুষ্ঠু সংরক্ষণ করতে করতে হবে। অলংকৃত ব্যয়বহুল দালানকোঠার বদলে অল্প ব্যয়ে সাদামাঠা গৃহনির্মাণই অধিকতর যুক্তিসংগত। বর্তমানে কর আইনে শিক্ষার জন্যে অনুদানসহ ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের জন্যে কর মওকুফের ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য সর্বমোট বিনিয়োগ, ৩০ হাজার টাকায় সীমিত। এই অনুদান উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনুদান ৩০ হাজার টাকার সীমাবদ্ধতার বলয়মুক্ত রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকারের করের একটি অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করার জন্যে ব্যবস্থ রাখতে হবে। কারিগরিশিক্ষায় অর্থ সাহায্যের জন্যে শিল্প কারখানার ওপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের করতে হবে। শিল্পোন্নত বহু দেশে এটা করা হয়। বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৈদেশিক সাহায্যের একটি সংগত অংশ বিভিন্ন জন্যে আবশ্যকীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ হওয়া উচিত।